৭৮

তারিখ 26 DEC 199[illegible]
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষা ও মানবাধিকার

প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত্য সেন। এ ব্যাপারে জনসাধারণকে অধিক সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ নেই বলে যারা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও ভারতের দুই–তৃতীয়াংশ নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অর্ধেকই এখনও নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছে।

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কথাটি ভারতের প্রেক্ষাপটে বললেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নতি যেটুকু হয়েছে তা স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে। সে সময়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরিও সরকারিকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা শাসকগোষ্ঠীর কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি। নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে কমই। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসে মাত্র ৫শ' টাকা ভাতা দেয়া হতো। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকারি খাত থেকে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। শিক্ষার মহান ব্রতে নিয়োজিত শিক্ষকদের জীবন জীবিকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা না গেলে কিভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখাবেন? সেই বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এই দরিদ্র শিক্ষককুলকে কিছুটা হলেও স্বস্তি ও আর্থিক নিরাপত্তা দেবে।

এর পাশাপাশি যেটি প্রয়োজন তা হলো সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মনোন্নয়ন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হাজিরা দেয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের খাতায় নাম লেখানোই শিক্ষা নয়। শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও কি শোচনীয় নয়? এই ঢাকা শহরেই যখন নামিদামি বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী অসম্ভব ভিড় জমায়, তখন অনেক সরকারি বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রও পায় না। এর কারণ কি? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনার বিষয়টি তদারক করার জন্য সরকারের একটি বিভাগ আছে, থানা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অফিস ও কর্মকর্তাও আছেন। তারা মাসে মাসে বেতন তোলা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বিলে সই করা ছাড়া আর কোন দায়িত্ব পালন করেন বলে মনে হয় না।

সরকারি খাতের পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে বেসরকারি সংস্থাগুলোও শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এছাড়া আছে উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি। বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচারসর্বস্ব। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা বৈপ্লবিক সাফল্য দাবি করলেও বাস্তবে তা কতটা বৈপ্লবিক তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। সরকারি–বেসরকারি আনুষ্ঠানিক উপ–আনুষ্ঠানিক ইত্যাকার বহু উদ্যোগ আয়োজনের পরও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। না মানে, না পরিমাণে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা আইনত বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তব তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখনও স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের একটি বড় অংশ বিদ্যালয়ে যাওয়ারই সুযোগ পায় না অথবা ভর্তির এক দুই বছর পরই ঝরে পড়ে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

প্রধানমন্ত্রী ইতোপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন ২০০৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে কিছু কাজও হচ্ছে। লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, মাগুরাকে ইতোমধ্যেই নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। চার বছরের মধ্যে দেশের শতকরা ৮৫–৮৬ ভাগ মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা সম্ভব হবে আশা করা হচ্ছে। তবে এই মহতী ঘোষণা কার্যকর করতে হলে চাই সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা। প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নিতে না পারলে এ জাতি কখনোই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে না।